ঘটনা প্রবাহ

সাতদিন

৯ সেপ্টেম্বর : গম কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত খাদ্য বিভাগের ৩ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে।

মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে বিএডিসির দু'হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের সিদ্ধান্ত এবং একই সঙ্গে আদমজী জুট মিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সিলেটে মদনমোহন কলেজে শিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ১ ছাত্রদল কর্মী নিহত ও প্রায় ২০ জন আহত।

১০ সেপ্টেম্বর : বুয়েটে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ও ছাত্রঐক্য আহূত অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয় রাজধানীতে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা-সিলেট সড়কের আশুগঞ্জ-ভৈরব মেঘনা নদীর ওপর নির্মিত বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য মৈত্রী সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

১১ সেপ্টেম্বর : এক জরুরি নির্দেশ জারির মধ্য দিয়ে তিতাসসহ নয়টি গ্যাস কোম্পানির সব ধরনের চাকরি ৬ মাসের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ঢাকা বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

১২ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সংসদে সরকারি দল ও বিরোধী দল পরস্পর ইতিহাস বিকৃতি ও মিথ্যাচারসহ নানান বিষয়ে অনির্ধারিত বিতর্কের সৃষ্টি করে।

রাজধানীতে ৭ জন খুন এবং স্কুলছাত্রসহ ৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

১৩ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন অবিলম্বে বিতর্কিত জাতীয় জ্ঞানকোষ 'বাংলা পিডিয়া'র প্রকাশনা বাতিলের দাবি জানিয়ে নতুন করে সম্পাদনার দাবি জানিয়েছে।

রাজধানীতে আরো ১ জন স্কুলছাত্রসহ ২ জন খুন এবং ১ জন স্কুলছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

১৪ সেপ্টেম্বর : রাজধানীতে অবৈধ রিকশার বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে প্রথম দিনেই ২৫৩টি রিকশা আটক এবং ৭১২টি রিকশার বিরুদ্ধে জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের উদ্যোগে ৬ দিনব্যাপী দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের মেলার উদ্বোধন করেন।

'বাংলাদেশে মানব নিরাপত্তা : ন্যায়বিচার ও মর্যাদার অনুসন্ধান' ইউএনডিপির ২০০২ বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা গরিবের জন্য ক্ষতিকর এবং মানবাধিকার সম্পর্কে পুলিশের জ্ঞান সীমিত বলে জানানো হয়।

স্থানীয় সরকার বিতর্ক

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

দীর্ঘ দশ মাসে সাতটি বৈঠকের পর জোট সরকারের মন্ত্রিসভা কমিটি উপজেলা পরিষদ পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রিসভা কমিটি উপজেলা পরিষদ আইনে পাঁচটি সংশোধনীসহ খসড়া বিল ও সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করেছে। তবে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বাদসাধছেন যোগাযোগমন্ত্রী নাজমুল হুদা। তিনি মন্ত্রিসভা কমিটির এই সিদ্ধান্তে তার নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন। বিএনপি'র পূর্বেকার শাসনামলে তার নেতৃত্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশমালা মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করতে চেয়েছেন। অবশ্য তার এই দাবি গ্রাহ্য হয়নি। মন্ত্রিসভা কমিটি বিগত শাসনামলে গৃহীত চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অন্যান্য কাঠামো ও তার নির্বাচন সম্পর্কে ছোটখাটো কিছু সংশোধনী গ্রহণ করে সে বিষয়গুলোও মন্ত্রিসভা কমিটির সারসংক্ষেপে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, জোট সরকার এখন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে প্রস্তুত হয়ে গেছে। আগামী বছরের প্রথম ভাগ থেকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দিয়ে সেটা শুরু হবে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলে একের পর এক স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে।

অবশ্য কথাটা যত সহজে লেখা গেল, বিষয়টা তত সহজ নয়। স্থানীয় সরকার, বিশেষ করে উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের আপত্তি দূর করতে ঐ উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যের উপদেষ্টা ভূমিকাও নির্ধারণ করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, সংসদ সদস্যরা উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রমে যাতে ক্ষমতাবান থাকেন তার জন্য তাদের হাতে এক কোটি টাকা দেয়া হবে যাতে তারা নিজ নির্বাচনী এলাকায় প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন। ঐ বরাদ্দের বাইরেও সংসদ সদস্যরা যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প খাতে অর্থ পাবেন। ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রেও সংসদ সদস্যরা অগ্রাধিকার পাবেন। উপজেলায় তাদের আলাদা অফিসও দেয়া হবে। জোট সরকারের কর্তাব্যক্তিরা এভাবেই উপজেলা পরিষদের ক্ষমতার সঙ্গে সংসদ সদস্যদের ক্ষমতার একটা রফা করতে চেয়েছেন। তবে এতে উপজেলা পরিষদ যেমন কার্যকর হবে না, তেমনি ঐ পরিষদ 'উপজ্বালা' হিসেবে গলার কাঁটা হয়ে রইবে সংসদ সদস্যদের জন্য।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপজেলা নিয়ে এই বিতর্ক নতুন নয়। স্বৈরাচার এরশাদ সরকার প্রশাসনের নিম্ন পর্যায়ে তার ক্ষমতার ভিতকে পাকাপোক্ত করার জন্য উপজেলাকে প্রশাসনিক ইউনিট ঘোষণা করে সেখানে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ঐ ব্যবস্থা সে সময়ের আন্দোলনরত সব রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত ও বামপন্থী দলসমূহ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। শ্রমিক নেতা তাজুল, ছাত্র সেলিম-দেলোয়ার, কিশোর সাইফুলের আত্মাহুতি এবং দেশব্যাপী প্রতিরোধের ফলে এরশাদ প্রথমবারের মতো ঐ উপজেলা নির্বাচন থেকে পিছিয়ে আসেন। কিন্তু পরবর্তীতে এরশাদ পুনরায় ঐ উপজেলা নির্বাচন দিলে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত বেনামে নির্বাচনে অংশ নেয়। তবে এরশাদের ঐ উপজেলা কখনই রাজনৈতিক বৈধতা পায়নি। একানব্বইয়ের নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠনকালে তারা প্রথমেই ঐ উপজেলা ব্যবস্থা বিলোপ করে। কিন্তু তার বদলে অন্য কোনো ব্যবস্থা দিয়ে ঐ শূন্যস্থান পূরণ করেনি। বিএনপি আমলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য গঠিত কমিশন উপজেলাকে বাদ দিয়ে জেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে ত্রিস্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার

সুপারিশ করে। কিন্তু দেশের সর্বজন পরিচিত ও সময়ের পরীক্ষায় পরীক্ষিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ছাড়া আর কোনো নির্বাচন বিএনপি আমলে অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য আরেকটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, 'রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট না হওয়ার কারণেই ১৯৯১ সালে উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন (বাতিল) অধ্যাদেশে উপজেলা পরিষদ বাতিল ঘোষণা করা হয়।' কিন্তু তারপরও ঐ কমিশনই এবার উপজেলা পরিষদকে বহাল রেখে চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সুপারিশ করে। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনে ঐ একই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ছাড়া আর কোনো স্তরের স্থানীয় সরকারে নির্বাচন অথবা তাকে কার্যকারিতা দেয়া হয়নি। বরং ঐ শাসনে উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাত থেকে সরকারের হাতে নিয়ে নেয়া হয়।

বিএনপি'র এই নতুন পর্যায়ের শাসনে ঐ ব্যবস্থা কি রূপ নেয় সেটা দেখার জন্য অনেকেই আগ্রহী ছিল। এখন এই ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে উপজেলা পরিষদ ও সংসদ সদস্যদের ক্ষমতার যে রফা করা হলো তাতে একটি বকচ্ছপেরই জন্ম হবে।

প্রথমত উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার হওয়ার পরও তাতে সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা রাখায় এই প্রতিষ্ঠানের মূল বৈশিষ্ট্যই ক্ষুণ্ন হবে। এ ব্যাপারে ১৯৯২ সলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণ বেঞ্চে দেয়া একটি রায়ের অংশ প্রণিধানযোগ্য। ঐ রায় দেয়া হয়েছিল উপজেলা পরিষদে অনির্বাচিত সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে। রায়ে বলা হয়েছিল– 'স্থানীয় সরকার স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত। যদি সরকারের কর্মকর্তা কিংবা তাদের তল্পিবাহকের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করতে আনা হয় তাহলে এগুলোকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখার যৌক্তিকতা থাকে না।' একথা সংসদ সদস্যদের জন্যও প্রযোজ্য। সংসদ সদস্যরা স্থানীয় নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচিত হলেও তারা স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য নির্বাচিত নন। সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদ সদস্যদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাই সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে যেমন স্থানীয় সরকার বলা যাবে না, তেমনি সংসদ সদস্যদের উপদেশে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকেও স্থানীয় সরকার বলা যাবে না। তার চেয়েও বড় কথা, এ ধরনের উপদেশের কর্তৃত্বের পরিধি নির্দিষ্ট না হওয়ায় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানের মধ্যে সংঘাতও অনিবার্য হয়ে উঠবে। আর এই সংঘাতের ফলে উপজেলা পরিষদের কার্যকারিতাও একইভাবে বিনষ্ট হবে। দ্বিতীয়ত, উপজেলা পরিষদের বাইরে সংসদ সদস্যদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সে ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে কেবল দ্বৈত শাসনেরই প্রবর্তন করবে না, দুর্নীতি ও অব্যবস্থারও জন্ম দেবে। ১৯৯৩ সালে ভারতেও সংসদ সদস্যদের জন্য এ ধরনের Local Area Development Scheme (MPLADS) চালু করা হয়। এ বিধানকে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ওপর সুস্পষ্ট 'হামলা' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ সম্পর্কে ভারতের

দে • য়া • ল • লি • পি

বন্ধ

গত সপ্তাহেই লেখা হয়েছিল দেশে এখন বন্ধের 'রিলে রেস' চলছে। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। অবশ্য বন্ধের আগে যথারীতি পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর 'মৃদু লাঠিচার্জ'-এর মহড়া চালায়। এই মহড়াকে 'হালাল' বলেছেন বুয়েটের ভিসি আলী মোর্তজা। তার ভাষ্যমতে, হালাল নির্দেশ পেয়েই পুলিশ লাঠিপেটা শুরু করেছিল। তবে বুয়েটের ভিসি সম্পর্কে চমকপ্রদ মন্তব্য করেছেন বিখ্যাত লেখক হুমায়ুন আজাদ। তিনি বলেছেন, 'ভদ্রলোককে টেলিভিশনে দেখে মনে হলো তিনি হয়ত কোনো আলিয়া, ফোরকানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হবেন। পরে জানলাম, উনিই বুয়েটের ভিসি। আসলে যার ফোরকানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হবার কথা, তিনি ভিসি হয়ে যাচ্ছেন। এরা যতো বেশি মসজিদে যান, অতো বেশি গবেষণাগারে যান না।' তবে বন্ধের তালিকায় আদমজীর পর যখন-তখন চিটাগং স্টিল মিলসের নাম সংযুক্ত হতে পারে। দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছে, যে কোনো সময়ে চিটাগং স্টিল মিলস বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। হায়! ডাইনোসররাও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, একই পথে যাবে এখন চিটাগং স্টিল মিলস।

অভিনব প্রশিক্ষণ

বিএনপি'র নেতা-কর্মী-মন্ত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ডিসেম্বর থেকে। বিএনপির এক নম্বর (ভাগ্যিস তিনি দুই নম্বর নন) যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীদেরও প্রশিক্ষণ নিতে হবে। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলেও এমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিলো যার নাম ছিলো রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বিএনপি নেতা কে এম ওবায়দুর রহমান বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট জিয়া তখন নিজেও ক্লাস নিতেন এবং আমি ঐ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থী ছিলাম।' ডাকসুর এককালের ডাকসাইটে নেতা ওবায়দুর রহমান এবং তার মতো অনেকেই কেন সে সময়ে রাজনীতিতে একেবারে নবীন জিয়াউর রহমানের ক্লাসের শিক্ষার্থী হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। একই কারণে অবশ্য তারেক রহমানের প্রশিক্ষণ ক্লাসে যদি আব্দুল মান্নান ভুঁইয়াও শিক্ষার্থী হয়ে যান তবে অবাক হবার কিছু থাকবে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, জিয়াউর রহমান কিন্তু প্রশিক্ষণ ক্লাস শেষে মাঝে মাঝেই পরীক্ষা নিতেন। সে সময়ের মূল্যবান (!) প্রথম পরীক্ষায় 'ডাবল জিরো' পেয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান।

চেনা চেনা লাগে

সাইফুর রহমান যা বলেন, তা নিয়ে মাঝে মাঝেই বিতর্ক তৈরি হয়। বিএনপি আমলে একবার পেঁয়াজের দাম ঢের বেড়েছে; সাইফুর রহমান বলেছিলেন, পেঁয়াজ না খেলে কি হয়?

তেল ও গ্যাসের ব্যাপারে তার মতামত হচ্ছে, রপ্তানি বা নিজেদের ব্যবহারের জন্য তেল ও গ্যাস মাটির নিচে ফেলে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ না। একইভাবে গেল সপ্তাহে বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য সেতু উদ্বোধনকালে তিনি প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্পর্কে 'নজরুল ইসলাম' আবার কে এই বলে বিতর্ক তুলেছেন। আওয়ামী লীগের ব্যাপারে বলেছেন, ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। সাইফুর রহমান কি সত্যি সত্যি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কে চেনন না?

এসব মন্তব্যের উত্তরে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ বলেছেন, 'প্রথমে মনে করেছিলাম এসব বুঝি সিলেটের ছক্কা সয়ফুর বলছেন। পরে জানলাম ইনিই আমাদের অর্থমন্ত্রী।

আহসান কবির

পার্লামেন্টের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান এরা সেজিয়ান যে মন্তব্য করেছেন তা এদেশের জন্যও প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি ভারতের সংসদ সদস্যদের জন্য স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন স্কিম সম্পর্কে বলেছেন, 'গত সাত বছরের এ সংক্ষিপ্ত সময়ে এমএলপিডিএস-এর মাধ্যমে যে পরিমাণ ও যে ধরনের অনিয়ম (অন্য কথায় দুর্নীতি) হয়েছে তা গত ৫০ বছরের সরকারের ব্যর্থতাকে তুচ্ছ ও ম্লান করে দিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত কাজে সরকারের দায়দায়িত্ব এড়ানো এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এমপিদের সম্পৃক্ততার ফলে নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা দুর্বল হয়েছে, যা দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের শিকড় কেটে দিচ্ছে।' এ অবস্থায় ভারতের The National Commission to Review the Working of the Constitution সম্প্রতি এ বিধান বাতিল করার সুপারিশ করেছে। ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও একই সুপারিশ করেছে।

থাইল্যান্ডও সাম্প্রতিককালে এ ধরনের ব্যবস্থা বাতিল করেছে। যেখানে অন্যান্য দেশ তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এ ধরনের ব্যবস্থার বিপক্ষে অবস্থান নিচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশে সেই ব্যবস্থা চালু করা হলে তারও পরিণতি যে একই হবে সেটা ধরে নেয়া যায়।

তৃতীয়ত, একজন সংসদ সদস্যকে প্রতিবছর এক কোটি টাকা দেয়ার প্রস্তাবের অর্থ দাঁড়াবে পাঁচ বছরে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যক্তি ইচ্ছায় খরচ করা যার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জবাদিহিতা থাকবে না। এই ব্যবস্থা দুর্নীতির কি ভিত্তি তৈরি করবে? পাঁচ বছরের পাঁচ কোটি টাকার বড় অংশই বর্তমান ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যের নিজ তহবিলে যাবে বলেই ধরে নেয়া যায়। স্থানীয় সরকার যেখানে অর্থের অভাবে কার্যক্রম করতে পারে না, সেখানে এ ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক খরচ কিভাবে গ্রহণ করা যায়!

চতুর্থত, এ ধরনের ব্যবস্থা সংসদ সদস্যের কাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। যেখানে সংসদ সদস্যের কাজ আইন প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ সেখানে স্থানীয় সরকারে তার ভূমিকা সংসদ থেকে তার মনোযোগ বিকর্ষিত করবে।

সুতরাং যে রফার ভিত্তিতে উপজেলা ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে তা কোনো কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করবে না। বরং কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে নিয়মিত টানাপড়েন সৃষ্টি করে রাখবে। সেটা না করে যদি সংসদ সদস্যকে পদাধিকার বলে উপজেলা পরিষদের সদস্য করা হতো সে ক্ষেত্রে যেমন স্থানীয় সরকার হিসেবে উপজেলা প্রশাসনের চরিত্র নিশ্চিত করা যেত, তেমনি উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে সংসদ সদস্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কার্যকর ও সম্মানজনক ভূমিকা পালন করতে পারতেন।

উপজেলা ব্যবস্থাকে মন্ত্রিসভার পূর্ব অনুমোদন দেয়ার আগে এ দিকগুলো ভেবে দেখলে আমরা সম্ভবত একটি স্থায়ী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পেতাম।

রো • জ • না • ম • চা

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর

বিউগলের করুণ সুরে, প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিনভর সরকারি-বেসরকারি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমেরিকানরা তাদের কান্নাভেজা ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার প্রথম বার্ষিকী পালন করেছে। বুশ সাহেব যতো হুমকি-ধামকিই দেন, লাদেন-মোল্লা ওমরদের তিনি খুঁজে পাননি। পাওয়ার দরকারও নেই। কারণ ব্যবসা তো হচ্ছে। আফগাস্তিানে আছে তার পুতুল সরকার। যখন-তখন করে বসতে পারেন ইরাক আক্রমণ। কারণ ঐ একটাই। ব্যবসা। এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের তেল বাণিজ্যের প্রায় সবটাই চেটেপুটে খাওয়া। ব্যবসার জন্য আমেরিকানরা বহু কিছুই করতে পারে। বিউগল বা মোমবাতির আলোর নিচে কাঁদতে পারে। তারপর গিয়ে নাচতে পারে পান করতে পারে সেই পাব বা বারে যার নাম 'Eleven Touch'। যে ক্যাসিনোতে তারা জুয়া খেলতে যাবে, তার নাম 'ক্যাসিনো ইলেভেন'। মদ-বিয়ারের বা পণ্যের নাম এখনও ১১কে ঘিরে হয়নি, তবে হয়ে যাবে অচিরেই। আমেরিকানরা সবকিছুই পারে। জাতীয় পতাকার আদলে তারা প্রমীলা ক্রিকেটারদের সাঁতারের পোশাকও বানাতে পারে। তবে ১১ সেপ্টেম্বর নিয়ে আমেরিকায় সর্বশেষ হয়েছে একটি ছবি যার নাম 11.09.2001. ছবিটি পরিচালনা করেছেন মাত্র ১১ জন পরিচালক। প্রত্যেক পরিচালকের কমপক্ষে দুটি করে সিকোয়েন্স করা আছে এই ছবিতে। ছবির একজন পরিচালক বরুকিনা ফামোর।

বাড়াবাড়ি রকম বাড়ছে

এ দেশে দাম শুধুই বাড়ে, কখনো কমে না। তবে বাড়াবাড়ি রকম বেড়েছে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম। গত ২৮ বছরে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছে মাত্র ১৯ বার এবং বিদ্যুতের ২৫ বার। উল্লেখ্য, সরকারই এককভাবে এ দেশে গ্যাস ও বিদ্যুতের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। ২০০২ সালে দু'বার বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুতের মূল্য। শায়েস্তা খানের আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এই তথ্যকে এখন রূপকথা মনে হতে পারে। '৬৯ সালে এক বার্নার গ্যাসের চুলার জন্য মাসে বিল দিতে হতো ৬ টাকা ৩০ পয়সা। আর এখন দুই বার্নার গ্যাসের চুলার মাসিক বিল ৩৭৫ টাকা। বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও দেয়া যাবে এমন উদাহরণ। তবে '৬৯ থেকে ২০০২ বেশি দিনের ব্যবধান নয়। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, ২০৩৫ সালে এসে ৫০০০ টাকা দিয়েও এক বার্নার গ্যাসের চুলা ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। বর্তমানে কেউ তখন হয়তো এভাবে স্মৃতিচারণ করবেন– জানিস, তখন এ দেশে গ্যাস পাওয়া যেত মাত্র ৩৭৫ টাকায়। দুই বার্নানের গ্যাস চুলা আমরা সারা দিন জ্বালিয়ে রাখতাম। সিগারেট ধরানো, রান্নাবাড়া থেকে শুরু করে কাপড় শুকানোর কাজে পর্যন্ত মানুষ গ্যাস বার্নার ব্যবহার করতো। মাঝ রাতে ম্যাচ ফুরিয়ে গেলে মানুষ সারা রাত গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখতো যাতে সিগারেট বা চা খেতে কোনো অসুবিধে না হয়।

উপজ্বালা

এরশাদ সরকার প্রণীত উপজেলা ব্যবস্থা ১৯৯১ সালে বাতিল করে দিয়েছিল বিএনপি সরকার। ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার প্রায় ১১ মাস পরে পাঁচটি সংশোধনীসহ উপজেলা পদ্ধতি পুনরায় প্রবর্তন করলো বিএনপি। এটা নাকি বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিলো। সংসদ সদস্যরা উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা হবেন। কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণের সুবিধাসহ এলাকায় অফিস পাবেন। সরকারি দলের সবাই এটাকে স্বাগত জানালেও প্রথম থেকেই বেঁকে বসেছেন যোগাযোগমন্ত্রী ব্যা. না. হুদা। তিনি দাঁড়িয়েছেন সেই থানা প্রশাসনের পক্ষে। তার মতে, উপজেলা ব্যবস্থা সংসদ সদস্যের ক্ষমতা খর্ব করে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তুলবে, দল ভেঙে যাবার উপক্রম হবে। ইদানীং অবশ্য তিনি এক-আধটু হাঁটার অভ্যাসের কথাও বলেছেন। তিনি হেঁটে হেঁটে উপজেলার বিপক্ষে প্রচারণায়ও নামতে পারেন। শরীর-মনও ভালো থাকবে, লোকজন তার কথাও শুনবে। তবে মন্ত্রীকে নিয়ে একটি গল্প ছড়িয়ে পড়েছে। এক লোক যোগাযোগমন্ত্রীর কথা মতো হাঁটার প্র্যাকটিস করছিলেন। সাত দিনে তিনি বাস-টেম্পো-রিকশা ভাড়া বাবদ কিছু টাকা বাঁচিয়েও ফেলেছিলেন। আট দিনের দিন ঐ লোক ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়লেন। তাকে হতভম্ব করে দিয়ে ছিনতাইকারীরা তার কাছ থেকে সাত দিনের জমানো টাকা নিয়ে নিল। ভদ্রলোক হাঁটার প্র্যাকটিস এবং রাস্তায় 'হতভম্ব কর' দেয়া নিয়ে যোগাযোগমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভদ্রলোকের সুখতলী ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তিনি যোগাযোগমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না।

আহসান কবির

গণতন্ত্রের লজ্জা

ডান্ডাবেড়ি

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে আদালতে লিয়াকত বাবুকে নিয়ে আসা হচ্ছে

রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ৯ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদারের মা সুফিয়া সিকদার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'বাকি জীবন আমাকে জেলে রেখে আটক অসুস্থ আমাদের ছেলেদের মুক্তি দিন। তিনি জেলে আটক ছাত্রলীগ নেতাদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান।' কেঁদে ফেলেন। একজন মায়ের এ আহ্বানে ন্যূনতম সাড়া না দিয়েই ১১ সেপ্টেম্বর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দাগি আসামিদের মতোই সিএমএম আদালতে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুকে হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে হাজির করা হয়। আটক ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর জোট সরকারের এমন আচরণ সংবিধান ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম প্রকাশ। প্রতিহিংসার রাজনীতির নগ্ন রূপ। কোনো সভ্য দেশের পুলিশ ও সরকারের পক্ষে এমন আচরণ করা সম্ভব নয়। পত্রিকায় প্রকাশিত ডান্ডাবেড়ি পরা ছাত্রলীগ নেতা লিয়াকত ও বাবুর ছবি দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে সচেতন বিবেক। এ লজ্জা গণতন্ত্রের, সংগ্রামী মানুষের। এমন কি বিএনপি'রও।

সুধা সদনে ২৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে গিয়েছিলেন। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সুধা সদন থেকে তারা বের হলেন। সাদা পোশাক পরা ডিবি পুলিশ সুধা সদনের ৩০ গজের মধ্যেই ছাত্রলীগ নেতাদের গ্রেপ্তার করে। এরপরই শুরু হয় তাদের ওপর নির্যাতন। একের পর এক মিথ্যা ফরোয়ার্ডিং মামলায় পুলিশ নিলর্জ্জভাবে তাদের আসামি করে। অথচ প্রতিটি মামলায় হাইকোর্ট তাদের জামিন দেয়। হাইকোর্টের জামিননামা জেলে পৌঁছানোর আগেই নতুন ফরোয়ার্ডিং মামলায় তাদের আসামি দেখানো হয়। হাইকোর্টের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আটক রাখা হয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতাদের।

গত ২৭ ডিসেম্বর তেজগাঁও রেল কলোনি বস্তিতে নিহত হয় জনৈক ভ্যানচালক। পুলিশ বাদী হয়ে তেজগাঁও থানায় একটি মামলা করে। বাদী আসামিদের অজ্ঞাত উল্লেখ করে মামলা দায়ের করে। সর্বশেষ এ মামলায় ফরোয়ার্ডিংয়ের মাধ্যমে আসামি করা হয়েছে ছাত্রলীগের তিন নেতাকে। মিথ্যা এ ফরোয়ার্ডিং মামলায় শোন এরেস্ট দেখিয়ে পুলিশ আদালতের কাছে রিমান্ডের আবেদন জানায়। আদালত তাদের উপস্থিতিতে রিমান্ডের আবেদনের শুনানির নির্দেশ দেয়। জেল কোর্টের নিয়ম লঙ্ঘন করে ১০ সেপ্টেম্বর তাদের হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে সিএমএম আদালতে নিয়ে আসে। ছাত্রলীগ কর্মী ও শতাধিক আইনজীবীর অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের জামিন নামঞ্জুর করে। বিজ্ঞ আদালত তাদের এক দিনের জন্য রিমান্ডে পাঠায়।

আদালতের উদ্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, জেলে তাদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার করা হচ্ছে। ২৪ ঘন্টাই ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে কারাগারে নির্জন সেলে রাখা হচ্ছে। আদালত তাদের এ কথা কর্ণপাত করেনি। সংবাদ সম্মেলনে লিয়াকত সিকদারের মা সুফিয়া সিকদার বলেন, সম্প্রতি প্রায়ই লিয়াকতের গা কাঁপানো জ্বর আসছে। ১০৪ ডিগ্রি জ্বরের সঙ্গে প্রচণ্ড দাঁত ব্যথায় মুখ ফুলে গেছে। গায়ে পানি জমছে। অথচ জেলখানায় ডাক্তাররা দায়সারা গোছের চিকিৎসা করছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে লিয়াকত চিৎকার করে বলেছে, আমি মারা যাচ্ছি, আমাকে বাঁচাও। কারাগারে কর্তৃপক্ষের প্রধান বিরোধী দলের ছাত্র নেতার প্রতি হিংসাত্মক আচরণ বেদনাদায়ক। এ্যমনেস্টি ইন্টার-ন্যাশনাল ইতিমধ্যে লিয়াকত, বাবুর উপর অমানবিক নির্যাতনকে বর্বরোচিত বলে আখ্যায়িত করেছে।

জোট সরকার কেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের আটক রাখছে? এ প্রশ্নের অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, আন্দোলনের প্রতি সরকারের ভীষণ ভয়। চারদিকের ব্যর্থতায় এখন জোট সরকারের নাভিশ্বাস উঠছে। প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দলীয়করণের কারণে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। নির্বিচারে পুলিশ লাঠিচার্জ করছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ওপর। বাড়ছে লাগামহীন দ্রব্যমূল্য। গম কেলেঙ্কারি, ফেরি দুর্নীতির পর মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। এমন অবস্থায় সরকার চায় না দেশের অন্যতম ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুক। নির্বাচিত কেন্দ্রীয় নেতাদের আটক রেখে তারা ছাত্রলীগকে কান্ডারীহীন করে রাখতে চাচ্ছে। মূলত আটক ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের জনপ্রিয়তায় সরকার ভয় পাচ্ছে।

দৃশ্যত দেখে মনে হচ্ছে, বর্তমান সরকার অতীত থেকে কিছুই শেখেনি। এরশাদ সরকার নির্যাতনের স্টিমরুলার চালিয়েও টিকে থাকতে পারেনি। বিরোধী নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার রেখেও জনপ্রিয়তা টিকিয়ে রাখতে পারেনি আওয়ামী লীগ সরকার। নির্যাতন করে যে শেষ রক্ষা করা যায় না, তা জোট সরকারকে এখনই বুঝতে হবে। তা না হলে তাদের অতীত পরিণতির দিকেই আগাতে হবে। আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া কি অতীতের পরিণতি চান?

ছাত্রদলের কমিটি

ওয়াদার বরখেলাপ

লিখেছেন **রিপন হায়দার**

সাপ্তাহিক ২০০০ বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির প্রচলিত ধারার ওপর একটি জরিপ চালায়। জরিপ বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ ছাত্রই বর্তমান ধারার ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ের ছাত্ররাজনীতির পক্ষে বলার মতো একটা যুক্তিও অবশিষ্ট নেই। যদিও দু'একজন রাজনীতিক এখনও ছাত্ররাজনীতির পক্ষে নানান ধরনের যুক্তি তর্ক দেখাচ্ছেন। বিগত এক দশক ধরে ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। ছাত্র রাজনীতির কথা এলেই বিএনপি-আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন দুটি সামনে আসে। ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে ছাত্রনেতা-কর্মীদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, বুলেটের আঘাতে প্রতিপক্ষের নিহত হওয়ার ঘটনা। ছাত্ররাজনীতির পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে অনেকেই ৫২, ৬৯, ৭১ এমনকি ৯০-এর ছাত্র আন্দোলনের উদাহরণ টানেন। বাস্তবতা হলো সে সময়ের ছাত্র নেতারা কেউ সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাস্তানির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তাদের সম্পর্ক ছিল শিক্ষা ও দেশীয় সংকটের সঙ্গে। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, যখনই দেশে কোনো সংকট তৈরি হয়েছে তখনই সামনে এসেছে ছাত্ররা। কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। পুলিশি বর্বরতা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্ভট আচরণের বিপক্ষে প্রতিবাদ জানিয়েছে সাধারণ ছাত্ররাই। কোনো ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলন চলেনি এবং সাফল্যও আসেনি। প্রসঙ্গটির অবতারণা এ কারণে যে, সম্প্রতি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৩১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটি ঘোষণা করার কিছুদিন আগেও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান, আমানউল্লাহ আমানসহ বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা বিভিন্ন জায়গায় প্রকৃত ছাত্রদের দিয়ে ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হবে বলে ঘোষণা দেন। তারা অছাত্র, বিবাহিত, সন্ত্রাসীদের কোনো অবস্থাতেই ছাত্রদলের কমিটিতে না রাখার অঙ্গীকার করেন।

এই ঘোষণায় ছাত্রদলের প্রকৃত ছাত্রদের মধ্যে আশার সঞ্চার করে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ১০ অক্টোবর বিএনপি আহ্বায়ক কমিটির ঘোষণা দেয়। কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত হন সাহাবুদ্দিন লাল্টু। যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাল্টু গ্রুপের নেতা হিসেবে পরিচিত। লাল্টুর বিরুদ্ধে ছাত্রদলের মধ্যে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। অনুসন্ধানে জানা যায়, ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির ৭ জন বিবাহিত এবং ১২ জন অছাত্র। অথচ বিএনপি নেতৃবৃন্দের ঘোষণা ছিল প্রকৃত ছাত্ররাই ছাত্রদলের নেতৃত্বে থাকবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক কমিটিও ঘোষণা করা হয়। সেখানেও এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। উভয় কমিটি থেকেই বাদ পড়েন পিন্টু গ্রুপ সমর্থিত বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বিগত কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, উভয় কমিটিতে লাল্টু গ্রুপের সদস্যরা প্রাধান্য পেয়েছে। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে সশস্ত্র মহড়ার ঘটনাও ঘটেছে।

আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হওয়ার ৫ দিনের মাথায় সিন্ডিকেট সভায় ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় হল এবং ৩ অক্টোবর ক্লাস শুরুর ঘোষণা দেয়া হয়। ৯ মাস যাবৎ ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত থাকার পর শুধু এই কমিটি গঠন নিয়ে জটিলতার জন্যই সিন্ডিকেট সভায় একবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা দিয়েও কমিটি গঠিত না হওয়ায় আবার তা পিছানো হয়।

নয় মাস পর ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল, সুস্থ ছাত্ররাজনীতির ধারা প্রবর্তন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিবেশকে স্বাভাবিক করে তোলা। অছাত্র, সন্ত্রাসীদের বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করলে এ উদ্দেশ্য সফল হত। মূলত অছাত্র, বিবাহিত, সন্ত্রাসীদের নিয়ে ঘোষিত আহ্বায়ক কমিটি বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতাদের ওয়াদার বরখেলাপ।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা বিবাহিত, সন্ত্রাসী, অছাত্র নিয়ে গঠিত ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি আরো জটিল করে ফেলবে। লিপ্ত হবে তারা অন্তর্দ্বন্দ্বে। গুরুত্ব পাবে টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি। ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণার পর বাংলা একাডেমীর ক্যান্টিনে কয়েকজন নেতার ফাও খাওয়ার ঘটনা, বর্তমান কমিটির চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

সাইফুরস

বিদেশী মাছে
বাজার সয়লাব

লিখেছেন **প্রশান্ত মজুমদার**

নদীমাতৃক এ দেশটিতে এখন মাছের আকাল। বিলুপ্তির পথে অধিকাংশ মিঠা পানির মাছ। দেশী মাছের অপ্রতুলতার কারণে বাজার সয়লাব এখন বিদেশী মাছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা বার্মা, ভারত, থাইল্যান্ড থেকে আসা মাছই দেশী মাছ বলে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। গত অর্থবছরে দেশে ৮২ কোটি টাকার মাছ বৈধ পথে এসেছে। অবৈধ পথে এসেছে শত কোটি টাকার মাছ। মৎস্য অধিদপ্তর প্রতিবছর ঘটা করে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালন করলেও, দেশের মাছ রক্ষায় এর কোনো প্রভাব পড়ছে না। শহরের বাজারগুলো এখন প্রায় মিঠা পানির মাছশূন্য।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিদেশ থেকে আসা মাছ বর্তমানে দেশের ৬০ ভাগ বাজার দখল করে আছে। কারওয়ান বাজার, মহাখালীসহ রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেটে বিদেশী রুই, কাতল, পাঙ্গাস মাছ বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। ক্রেতারা দেশী অথবা বিদেশী কৃত্রিম জলাশয়ে উৎপাদিত হাইব্রিড মাছ কিনতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১ পরিসংখ্যানে বলা হয়, গত অর্থবছরে দেশে মোট ১৭.৪৪ লাখ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। যার মধ্যে মুক্ত জলাশয় থেকে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ছিল ৬.৯৪ লাখ মেট্রিক টন। বাংলাদেশে মিঠা পানির মাছের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এখন বেসরকারিভাবে মাছ আমদানি করা হচ্ছে। বাজারে যে মাছ পাওয়া যাচ্ছে অধিকাংশ বিদেশী অথবা দেশে উৎপাদিত বিদেশী হাইব্রিড মাছ। এর কারণ জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকুয়া কালচার ও ফিশারিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ শফি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'একটা সময় ছিল যখন পানি থাকলে মাছও সেখানে থাকতো। কিন্তু এখন পানি আছে, মাছ নেই। এর কারণ প্রধানত দুটো। এক. বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ দেয়া কার্যক্রম যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। অন্যটি জনবিস্ফোরণ।' তিনি আরো বলেন, ষাটের দশকে এ দেশে ইকোলজিক্যাল পরিবর্তন শুরু হয়। তারপর

অসাধু ব্যবসায়ীরা বার্মা, ভারত, থাইল্যান্ড থেকে আসা মাছই দেশী মাছ বলে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। গত অর্থবছরে দেশে ৮২ কোটি টাকার মাছ বৈধ পথে এসেছে। অবৈধ পথে এসেছে শত কোটি টাকার মাছ

এই ৪০-৫০ বছরে বন্যা নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়েছে নদ-নদীর আশপাশের উন্মুক্ত জলাশয়ে অসংখ্য বাঁধ। এতে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু এসব বাঁধ মাছের প্রজননে বাধার সৃষ্টি করে। মিঠা পানির মাছ বর্ষা মৌসুমে পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাভাবিক আবাস ছেড়ে প্রজননের প্রয়োজনে অগভীর জলাভূমি, জলমগ্ন মাঠে চলে আসে। কিন্তু বাঁধ সে ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যটি হচ্ছে, ষাটের দশকে যে জনসংখ্যা ছিল, বর্তমানে তা বেড়েছে তিন গুণ। তাই মাছের চাহিদাও বেড়েছে। ইলিশ মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। জাটকা ধরতে কারেন্ট জালের ব্যবহার চলছে অবাধে। আর এসব কারেন্ট জাল উৎপাদিত প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ মালিকই হচ্ছে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কর্তাব্যক্তিরা। সে ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদেরও জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া সরকারি হ্যাচারিগুলো ঠিকমত কাজ করছে না। সেখানে অনিয়ম রয়েছে। প্রাকৃতিক জলাশয়ের মাছ যেখানে বছরে একবার প্রজনন করে থাকে, সেখানে হাইব্রিড জাতীয় মাছ বছরে চারবার প্রজনন করে। তাছাড়া পানিতে তিনটি স্তর থেকে মাছ খাদ্য গ্রহণ করে। যেমন কাতলা ও সিলভার কার্প পানির উপরের স্তর থেকে, রুই মাঝের স্তর থেকে খাবার সংগ্রহ করে। একই স্থানে দু'ধরনের মাছ থাকলে এরা বসবাসের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে আফ্রিকান মাগুর মাছের মতো বিদেশী রাক্ষুসে মাছের চাষ বন্ধ করা উচিত।

মেঘনা নদীর বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখা গেছে, সেখানে কারেন্ট জাল দিয়ে অবাধে জাটকা ধরা হচ্ছে। এক হালি জাটকা ৪০-৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা নিষিদ্ধ বললে এক মৎস্য ব্যবসায়ী ২০০০কে বলেন, যারা (রাজনীতিবিদরা) বলে তারাই তো কারেন্ট জাল বানাচ্ছে। যেমন এমপি আব্দুল হাই স্যারেরও তো কারেন্ট জাল উৎপাদনের কারখানা আছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মৎস্য অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণীর এক কর্মকর্তা মাছ আমদানি করা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, আসলে আমরা মাছ আমদানির অনুমতি দিইনি। তবে

বিদেশ থেকে আসা মাছ বর্তমানে দেশের ৬০ ভাগ বাজার দখল করে আছে। কারওয়ান বাজার, মহাখালীসহ রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেটে বিদেশী রুই, কাতল, পাঙ্গাস মাছ বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। ক্রেতারা দেশী অথবা বিদেশী কৃত্রিম জলাশয়ে উৎপাদিত হাইব্রিড মাছ কিনতে বাধ্য হচ্ছে

শুনেছি ভারত, থাইল্যান্ড, বার্মা থেকে এ দেশে মাছ আসে। দেশের চাহিদার তুলনায় এ দেশে মাছের উৎপাদনের পরিমাণ অপ্রতুল। তাছাড়া একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীও বিদেশ থেকে মাছ আনছে। বর্তমানে মুক্ত জলাশয়গুলো দখল হয়ে যাচ্ছে। তাই মিঠা পানির মাছ আগের মতো পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সেবা শাখার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, যেকোনো কমার্শিয়াল ইমপোর্টারই মাছ আমদানি করতে পারে। কি পরিমাণ মাছ আমদানি হয়ে থাকে সে তথ্য আমাদের জানা নেই। বাংলাদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি সূত্র মতে, ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ৮২ কোটি টাকার মাছ আমদানি করা হয়। যার মধ্যে ৪ কোটি টাকা মূল্যের শুঁটকি মাছও রয়েছে। গত বছর আমদানি শুল্কসহ মোট ২৬ কোটি টাকা সরকার এক্ষেত্রে রাজস্ব পায়। সূত্রটি আরো জানায়, বিদেশ থেকে নিম্নমানের মাছ আমদানি করায় সরকার এ বছর ৩৩% থেকে ৫৮.৫০% আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করেছে। যার মধ্যে কাস্টমস রেট, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অবকাঠামো উন্নয়ন চার্জও অন্তর্ভুক্ত। দেশীয় হ্যাচারিগুলো লসে যাচ্ছিল, তাই দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সূত্রটি উল্লেখ করে।

মাছের দেশে বিদেশী মাছ

দেশের মাছের বাজার দখল করে নিচ্ছে বিদেশী মাছ। বিদেশ থেকে আসছে রুই, কাতল, টেংরা, বাইম, পাঙ্গাশ। বাদ পড়ছে না থাইল্যান্ড থেকে আসা কৈ মাছও। দেশে ক্রমবর্ধমান ব্যাপক চাহিদার মুখে বৈধ-অবৈধভাবে ভারত-বার্মা থেকে মাছ আসছে। বর্তমান অর্থবছরে মাছ আমদানির ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করায় বৈধ আমদানি ও ভারত থেকে মাছের আমদানি হ্রাস পেয়েছে। একটি সূত্র জানায়, আগে বেনাপোল দিয়ে ঢাকায় এক ট্রাক মাছ আনতে খরচ পড়তো ৪০ হাজার টাকা।

বর্তমানে বিভিন্ন ব্যয়সহ চাঁদাবাজির হাত বদলে খরচ পড়ে ১ লাখ টাকা। সেখানে চিটাগাং-কক্সবাজার থেকে বার্মিজ মাছে ট্রাক প্রতি খরচ পড়ে ৬০/৭০ হাজার টাকা। বৈধ আমদানি হ্রাস পাওয়ায় চোরাচালান ব্যবসা এখন রমরমা হয়ে উঠছে। একটি সূত্র মতে, বিদেশী মাছের সিংহভাগই আসে চোরাই পথে। চোরাই পথে আসা এসব মাছ ইতিমধ্যে দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বাজার দখল করেছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বৈধ আমদানিকারকগণ। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ দেশের হ্যাচারিগুলো। মার খাচ্ছে দেশীয় মাছের খামারগুলো। বর্তমানে দেশে সরকারিভাবে মোট ৭৮১টি মৎস্য হ্যাচারি এবং বেসরকারিভাবে ১৭০০টি মৎস্য খামার রয়েছে। আর এসব দেশীয় খামার-হ্যাচারি ক্রমান্বয়ে হুমকির মুখে পড়ছে বিদেশ থেকে আসা বৈধ-অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ মাছের কারণে। যা ইতিমধ্যে বাংলাদেশের সিংহভাগ বাজারই দখল করে নিচ্ছে। প্রশ্ন হলো মাছের দেশ বাংলাদেশে চাহিদা অনুযায়ী দেশীয় মাছের উৎপাদন নিশ্চিত করার পরিবর্তে বিদেশ থেকে মাছ আমদানি কতোটুকু মঙ্গলজনক?

পত্রমিতালী

ডিভি-ভিসা/বিদেশে ভর্তি/ইমিগ্রেশন পরামর্শ

আপনি জানেন কি, অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় ২০০৪-এর দরখাস্তকারীদের ডিভি বিজয়ী হওয়া সহজ? সঠিক ছবি তোলাসহ ডিভির দরখাস্ত পূরণ করা হচ্ছে। ঢাকার বাইরের প্রার্থীরাও ডিভি ২০০৪-এর ফরম পূরণ করার জন্য ডাকযোগে পেতে হলে সার্টিফিকেট অনুযায়ী নাম, জন্ম তারিখসহ বায়োডাটা পাঠাতে হবে। ফরম পূরণ ফি ১০০/- (একশ' টাকা)। ডিভি ২০০৩ বিজয়ীদের ইন্টারভিউ-এর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়।

❑ নতুন নিয়মে Cook সহ বিভিন্ন পেশাতে যুক্তরাজ্য, কানাডাতে চাকরি, ইমিগ্রেশন, প্রসেস করা হচ্ছে। ❑ এ ছাড়াও IELTS করানো হচ্ছে।

কাজী রকীবুল ইসলাম, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও এ.আই.ডি (আমেরিকান দূতাবাসের সাবেক কর্মকর্তা) ম্যানহাটন টাওয়ার (তৃতীয় তলা), প্রাইম ব্যাংকের উপরে, মালিবাগ মোড়, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৩৮৭৮৩, ৯৩৩৮৯৭৭ বাসা : ৯৩৩৮৮৩৬, ৮৩১৪৪৯৮

লেখা আহ্বান

জাপান থেকে প্রকাশিত বাংলা, ইংরেজি ম্যাগাজিন 'বিবেক' এর জন্য যেকোনো বিষয়ের ওপর লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :
P.O. Box No. 170
Urawa Chuo Post Office
T : 336-8692
JAPAN

সৌজন্যে : রিও ইন্টারন্যাশনাল

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স

❑ জেনারেল ইংলিশ কোর্স : গৃহিণীদের জন্য। যোগ্যতা : কমপক্ষে এইচএসসি। যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ুয়া ছেলে মেয়ের সাথে এবং সময়ের সাথে চলতে চান। ৩ মাসের কোর্স।
গ্রুপ সেশন, ৪ জন নিয়ে একটি সেশন।
❑ বিজনেস ইংলিশ কোর্স : বয়স্ক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীদের জন্য যারা কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট এবং নিজ পেশায় ইংলিশকে কাজে লাগাতে চান। ৪ মাসের কোর্স। একজন নিয়ে একটি সেশন।
কোর্স টিচার : **জিয়া**
❑ বি.এ (অনার্স) এমএ (ঢাবি)
❑ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাডভান্সড লেভেলে ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
ফোন : ০১৭-৫২৫৬৪৫ (টিএন্ডটি)

স্পট : সংসদ ভবন

পুলিশের চাঁদাবাজি

রিপোর্ট : **জুয়েল রানা** ও **প্রশান্ত মজুমদার**

বাংলাদেশের মুখ্য সমস্যাগুলোর মধ্যে যেটা বার বার নজরে আসে তা হচ্ছে চাঁদাবাজি। আগের দিনে চাঁদাবাজি করতো সন্ত্রাসীরা, পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতো। কিন্তু বর্তমানে পুলিশ চাঁদাবাজদের থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। তারা চাঁদাবাজি করে ফুটপাতের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বড় বড় শিল্প-কারখানা পর্যন্ত। আবার চাঁদাবাজ মাস্তানদের থেকে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা পায়। আমাদের সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ-৫, সংখ্যা ১৬তে শীতলক্ষ্যা নদীতে বিএনপি নেতা, মাস্তান এবং পুলিশের যৌথভাবে চাঁদাবাজির ওপর একটা রিপোর্ট ছাপা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে আমরা এককভাবে পুলিশের চাঁদাবাজি প্রত্যক্ষ করেছি। স্পট হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন কেন্দ্র অর্থাৎ জাতীয় সংসদ ভবন। জাতির সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জাতীয় সংসদ ভবন এলাকাও পুলিশের চাঁদাবাজি থেকে মুক্ত নয়।

সংসদ ভবনের চারটি ফটক। ১নং ও ২নং ফটকের সামনে প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত শত শত বসে থাকা দর্শনার্থীদের মিলনমেলা। সারাদিন অফিস, ব্যবসা করে সন্ধ্যাবেলা পরিবার নিয়ে অনেকেই আসেন সংসদ ভবন এলাকায় হাওয়া খেতে। এসব দর্শনার্থীকে কেন্দ্র করেই এখানে গড়ে উঠেছে হালকা খাবার-দাবারের ভ্রাম্যমাণ দোকান। এখানে রয়েছে চটপটি, ফুসকার দোকান, চায়ের দোকান, কোক ও আইসক্রিমের দোকান। চাঁদাবাজির ক্ষেত্রে এসব দোকানই তেজগাঁও থানা পুলিশের আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। সংসদ ভবনের ১নং ও ২নং ফটকে চটপটির দোকান রয়েছে ১৪টি। এদের অনেকেই ভাড়া করা দোকান নিয়ে নিজেই পরিচালনা করে। এসব দোকানে বেচাকেনা একটু বেশি। তাই এসব দোকানে চাঁদার পরিমাণও বেশি। এ ক্ষেত্রে রয়েছে পিক ও অফ পিক আওয়ার প্রতিদিন (সরকারি অফিস-আদালত খোলার দিন হলো অফ পিক আওয়ার) প্রতিটি দোকানে চাঁদার পরিমাণ ২২৫ টাকা মাত্র! অবশ্য ছুটির দিনে (অর্থাৎ এটা চাঁদাবাজির পিক আওয়ার) চাঁদার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়। ছুটির দিনে চাঁদার পরিমাণ ২৬৫ টাকা।

মানিক মিয়া এভিনিউয়ের পাশে চটপটির দোকানের সংখ্যা ১৬টি। এখানে চাঁদার পরিমাণ গেটের দোকানগুলো থেকে একটু কম। এখানে প্রতিটি দোকান থেকে চাঁদা দিতে হয় প্রতিদিন ১৬৫ টাকা এবং ছুটির দিনে ২২৫ টাকা। এ সম্বন্ধে জনৈক চটপটি দোকানদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'লাভের সবটাই পুলিশ নিয়ে যায়। তারপরও ছোটবেলা থেকে এসব করছি তাই এখনও করতাছি। আসলে পুলিশরে দেয়ার পর কোনো লাভ থাকে না, ভাই।'

সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া এভিনিউয়ের পাশে ছোট-বড় মিলিয়ে চায়ের দোকানের সংখ্যা ১০টি। এখানেও তাদের টাকা বা চাঁদা দিতে হয়। প্রতিটি দোকানে চাঁদা দিতে হয় ৭০ টাকা এবং বন্ধের দিনে ১৭০ টাকা। কোক এবং আইসক্রিমের গাড়িগুলোও চাঁদাবাজি থেকে নিস্তার পায় না। তারা বলেন, 'মামা, ১ ঘণ্টা থাকলেও ১০ টাকা আবার সারা দিন থাকলেও ১০ টাকা।' এরকম গাড়ির

সংখ্যা ২০টি। প্রতিদিন তাদের চাঁদা দিতে হয়। একদিন চাঁদা দিতে না পারলে দোকান ভাংচুর, মালামাল ফেলে দেয়া এবং শারীরিক নির্যাতনের মতো ঘটনাও ঘটে। পরদিন থেকে তাকে দোকান করতেও দেয় না। এই প্রতিবেদককে দোকানি, দোকানের বিভিন্ন ভাঙা গ্লাস দেখালেন, যা টাকা বা চাঁদা না দিতে পারার শাস্তি। এ সকল চাঁদা আবার পুলিশ সরাসরি তোলে না। এক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে চাঁদা তোলে চান মিয়া এবং সুলতান মিয়া। চান মিয়া হচ্ছে, 'চাঁদপুর, চাদ ভাইয়ের সুস্বাদু চটপটি হাউজ' দোকানের মালিক এবং সুলতান মিয়া হচ্ছে সংসদ ভবনের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী। কোন দোকান কোন জায়গায় বসবে এসব ব্যাপারে তারা খবরদারি করে।

আমরা চাঁদপুর, চাঁদ ভাইয়ের সেরা চটপটি হাউজের মালিক চান মিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিন্তু স্পটে গিয়ে তাকে না পেয়ে কর্মচারী নূরু মিয়াকে চাঁদা তোলার কথা জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'আমি উনারে কখনো চান্দা তুলতে দেখি নাই। আর এই দোকানে চান্দা লাগে না।'

সুলতান মিয়ার খোঁজে গেলে সূত্র থেকে জানা যায়, 'ময়মনসিংহ চটপটি হাউজের' মালিক। সেখানে গিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। তার কর্মচারী উজ্জ্বল বলে একটু বসেন উনি না এলে টেলিফোন, মোবাইল নম্বর দেয়া যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে বলে, 'না ভাই ওনার কোনো ফোনটোন নাই।' সুলতান মিয়ার চাঁদা তোলার কথা জিজ্ঞেস করলে উজ্জ্বল বলে,'কথাডা সত্য নয়। এখানে চান্দাবাজি হয় না, এখানে কোনো সমস্যা নাই।' চাঁদা তোলার কারণে তাদের জন্য বিশেষ ছাড় রয়েছে। তাদের দোকান থেকে কোনো প্রকার চাঁদা দিতে হয় না। তারা লাভবান হয় বিশেষভাবে। থাকে পুলিশের সুনজরে এবং এসব প্রভাব দেখায় সাধারণ দোকানিদের ওপর।

দীর্ঘ এক মাস সংসদ ভবনের সামনের সকল ভ্রাম্যমাণ দোকান বন্ধ ছিল। এর কারণ হিসেবে তারা আইনশৃঙ্খলার দোহাই দিয়েছে। আবার সংসদ ভবনের সামনে দোকান বসতে দেয়া হচ্ছে। দীর্ঘ এক মাস তারা চাঁদাবাজি করতে পারেনি। এখন এই ঘাটতি পূরণ করছে দোকানিদের কাছ থেকেই। প্রতিটি দোকানের চাঁদার পরিমাণ পূর্বের থেকে ১০ টাকা করে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

সংসদ ভবনের সামনের এলাকায় যেসব ভ্রাম্যমাণ দোকান রয়েছে তার থেকে পুলিশ প্রতিদিন চাঁদা পায় প্রায় ৭,০৫০ টাকা, সপ্তাহে প্রায় ৫০,০০০ টাকা। মাসে ২,১১,৫০০ টাকা। এসব টাকা পায় তেজগাঁও থানার পুলিশ। চান মিয়া এবং সুলতান মিয়া প্রতিদিন রাত সাড়ে আটটা থেকে নয়টার মধ্যে প্রত্যেক দোকান থেকে টাকা তুলে তেজগাঁও থানায় দিয়ে আসে। পুলিশের চাঁদাবাজি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে জনৈক দোকানি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ভাই এই জায়গায় চটপটির দোকান ছিল পঞ্চাশটার ওপরে, পুলিশের টাকা দিয়া, লস খাইয়া মেক্সিমাম ফুটছে।'

এখানে ৩টা মোবাইল রেস্টুরেন্টও রয়েছে। তাদের কাছ থেকে কোনো টাকা পুলিশকে দেয়া হয় কিনা এ প্রশ্ন করলে তারা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি আছে, আমরা নিয়মিত সরকারকে ট্যাক্স দিই, ফলে আমাদের কোনো টাকা পুলিশকে দিতে হয় না।'

সংসদ ভবনের সামনের ভ্রাম্যমাণ দোকান থেকে পুলিশের চাঁদাবাজি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাউদ আহম্মেদকে। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তিনি সংসদ ভবন এলাকার সুলতান মিয়া ও চান মিয়া নামের কাউকে চেনেন কি না? তিনি বলেন, 'এই নামের কাউকেই আমি চিনি না'। সংসদ ভবনের সামনে ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলো থেকে তেজগাঁও থানা পুলিশের চাঁদাবাজি সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমার ও তেজগাঁও থানা পুলিশের বিরুদ্ধে চাঁদা তোলার যে অভিযোগটি তুলেছেন তা সত্য নয়। প্রয়োজনে তদন্ত করে দেখতে পারেন।'

রাত সাড়ে দশটার পরে সংসদ ভবন চত্বরে পতিতাদের আগমন ঘটতে শুরু করে। টহল পুলিশকে টাকা দিয়ে রাতভর চলে এই দেহ ব্যবসা। তবে এসব কাজে সংসদ ভবন এলাকার গার্ডদের যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। শুধু সংসদ ভবন এলাকাই নয়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এসব চাঁদাবাজির ঘটনা অহরহ ঘটছে এই সমাজে। আমরা সকলেই এসব দেখেও না দেখার ভান করি। কেননা এদের হাতে আমি, আপনি সকলেই জিম্মি। তবে সরকার শুধু মুখে না বলে, এসব সমস্যা দূরীকরণে একটু আন্তরিক হলেই এদের মাত্রা অনেকটা কমে আসে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ এতোটুকু আশা করতেই পারে।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

Want to leave Bangladesh as early as possible due to some unavoidable circumstances. The last resort is to offer myself as a candidate for marriage, to some one, immigrant of any country. Male, 26+, Muslim (Sunni), completed masters level of education, currently serving a private commercial bank as an officer in Dhaka.- Shaikat, Cell : 017001997, E-mail : help.me@soon.com

পাত্রী চাই : মুসলিম শিক্ষিত পরিবারের উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি B.Sc (৩০) শ্যামবর্ণের ঝামেলাহীন বিশিষ্ট জুয়েলারি ব্যবসায়ী স্মার্ট পাত্রের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী U.S.A, Canada, Australia ইমিগ্রান্ট পাত্রী চাই। পাত্রের নিজের ঢাকায় বাড়ি ও ব্যবসা আছে। ডিভি ওয়ান পাওয়া পাত্রীরাও যোগাযোগ করতে পারেন। পাত্রী নিজে কিংবা অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।— যোগাযোগ বক্স-২৬৭, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

বুয়েটের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্র (৩২) নম্র ও ভদ্র, নিজ নামে ঢাকায় ফ্ল্যাট এবং আগামী বছর বিদেশগামী। বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স, এ লেভেল বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্মার্ট পাত্রী আবশ্যক।— ইখতিয়ার-৯৬৭১৪৬৮ (রাতে বা ছুটির দিনে)

***

ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট), চাকরিরত, ঢাকায় স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে বসবাসরত রমণীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, প্রেম করে জীবনসঙ্গিনী বেছে নিতে চাই। ঢাকার বাইরের সুন্দরী মেয়েরাও ফোন নম্বরসহ যোগাযোগ করতে পারেন।— শাহীন, ৩০১২, শেরে বাংলা হল, বুয়েট, ঢাকা-১০০০

***

৯ আগস্ট রাইফেল স্কোয়ারের 'Agora'তে কেনাকাটা সেরে Gift Coupon পূরণ করতে গিয়ে দেখলাম কলমটা নেই। পাশেই এক তন্বী তরুণী Coupon fillup করছিলেন। তাকে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করলে তিনি সানন্দচিত্তে আমারটা পূরণ করে দিলেন। তার ব্যবহার, তার চেহারা মনের মণিকোঠায় গেঁথে গেছে। যদি তার কোনো আপত্তি না থাকে তবে আমাকে লিখতে পারেন ছবি/ফোন নম্বরসহ। আমি বিসিএস (Taxation) সার্ভিসে কর্মরত, ধানমন্ডিতে বাড়ি আছে। বন্ধুত্ব হলে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবো। এই প্রতিশ্রুতিতে।— বিজ্ঞাপন দাতা, জিপিও বক্স ২১৫৯, ঢাকা-১০০০

***

কানাডায় বসবাসরত কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার (৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, ২৮) পাত্রের জন্য বিবিএ, এ লেভেল বা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ভদ্র, স্মার্ট, সুন্দরী পাত্রী আবশ্যক। পাত্রী নিজে অথবা অভিভাবকগণ ছবি ও বায়োডাটাসহ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ— বক্স-২৭৫, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০